উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাসিক হরেকৃষ্ণ সমাচার

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
বিষ্ণুপাদের অযোগ্য কিঙ্করাভাস ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তি নিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগৌরাব্দ—৫১০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক
কলিকাতা-২৬, ৩৪/১এ মহিম হালদার স্ট্রীটস্থিত
'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে' মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমলকী একাদশী

২৫ গোবিন্দ	৫১০ শ্রীগৌরাব্দ
৫ চৈত্র,	১৪০৩ বঙ্গাব্দ
১৯ মার্চ্চ,	১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পুরী (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
আগরতলা (ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
গৌহাটি-৮ (আসাম)

নিবেদন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, আমাদের বিদ্যার্থীগণের মঙ্গল কামনায় শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গে "উপনিষদ্-তাৎপর্য্য" ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় যাঁহা কিছু আত্মমা-বস্থায় স্মরণ পথে ছিল, তাহা তাঁহারই পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক এবং আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি নিত্যস্মরণীয় বৈষ্ণবগণের টীকা বা আলোচনা হইতে বিশেষ শরণ গ্রহণ করতঃ উপনিষদ্-তাৎপর্য্য অতিক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াস করিলাম।

এই উপনিষদ্-তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, প্রুফ সংশোধন, পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে যে অহৈতুকী কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া আমাদ্বারা নিজ পাদপদ্মের ঋণ পরিশোধ করাইলে এ দাস চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই গ্রন্থে আর একজনের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি হইতেছেন আমার গুরুভ্রাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। তিনি শ্রীচৈতন্য-বাণী মুদ্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় কার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও প্রুফ সংশোধনাদি করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের প্রচুর স্নেহ ভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা সকলই শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের মহিমা জ্ঞাপক। আর যাহা কিছু অশোভন, অপ্রশংসনীয়

ও ভ্রমাদিযুক্ত, তাহা মাদৃশ অনভিজ্ঞ দীনহীন সঙ্কলয়িতার অজ্ঞতা প্রসূত।

পরিশেষে আমার সানুনয় নিবেদন—যেন সজ্জনবৃন্দ এদীনের সমস্ত ভুল-ত্রুটিকে নিজগুণে সংশোধন করতঃ পাঠ-অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়া আমার সঙ্কলন-পরিশ্রম সার্থক করেন।

বিনীত নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
মুঃ উঃ ১।২।১২

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥
ভাঃ ১২।১৩।১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপনিষদ্-তাৎপর্য্য

'উপনিষদ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবম্ প্রকার করা হইয়াছে, উপ+নি, এই দুই উপসর্গের সঙ্গে 'সদ্' ধাতু হইতে 'কিপ' প্রত্যয় করিলে পর 'উপনিষৎ'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'সদ্' ধাতুর তিন অর্থ হয়—বিশরণ, গতি, প্রাপ্তি, অর্থাৎ বিনাশ, জ্ঞান, এবং প্রাপ্তি, আর অবসাদন—মানে শিথিল করা। কেহ কেহ 'উপ' ব্যবধানরহিত, নি (সম্পূর্ণ) 'সদ্'—জ্ঞান, অর্থ করেন। বিভিন্ন আচার্য্য ও ভাষ্যকারগণ 'উপনিষদ্' শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন। যাহা সমস্ত অনর্থের উৎপন্নকারী সংসার নাশ করে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল করে এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায় তাহা 'উপনিষদ্' নামে খ্যাত।

উপনিষদের অন্য নাম 'বেদান্ত'ও বলা হয়। ইহা বেদের শীর্ষ-স্থানীয় অন্তভাগের নাম, তজ্জন্য বেদান্ত। এই বেদান্তই ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ বেদের সিদ্ধান্ত চরম তাৎপর্য্য উপনিষদেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

উপনিষৎ—উপনিষীদতি উপ-নি-সদ্-কিপ। অথবা সদ্-ণিচ-কিপ। সমীপসদন, রহস্য (উপনিষদো রহস্যে সমীপসদনে)। নির্জ্জন স্থান। ধর্ম্ম। দ্বিজাতি-কর্ত্তব্য ব্রত-বিশেষ। বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

উপনিষদকে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়াছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের অন্য অংশে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্।"

—ইতি বেদান্তসার

উপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ। উপনিপূর্ব্বকস্য ক্বিপ্‌প্রত্যয়ান্তস্য ষদ্ বিশরণ গত্যবসাদনেষ্বিত্যস্যধাতোরুপনিষ- দিতিরূপঃ। তত্রোপশব্দঃ সামীপ্যমাচষ্টে তচ্চ সঙ্কোচকাভাবাৎ সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি পর্য্যবস্যতি। নিশব্দো নিশ্চয়বচনঃ সোঽপি তত্ত্বমেব নিশ্চিনোতি তত্রৈকস্থ বাচ্যোপশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ। তস্মাৎ- ব্রহ্মবিদ্যাম্বসংশীলিনাং সংসারসারতামিতিং সাদয়তি বিষাদয়তি শিথিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োরূপং প্রত্যগাত্মানং সাদয়তি গময়তীতি বা দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্ত্যাদি মূলাজ্ঞানং সাদয়ত্যুন্মূলয়তীতি বোপনিষৎ- পদবাচ্যা সৈব প্রমাণং তস্যাঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সর্ব্বশাখা- সুত্তরভাগেষূৎপদ্যমানো গ্রন্থরাশিরপ্যুপচারাৎ প্রমাণমিত্যুচ্যতে।' ইতি বিদ্বন্মনোরঞ্জনী-টীকা।

'ব্রহ্মাত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয়। উপ- পূর্ব্বক নিপূর্ব্বক বধ গতি ও অবসাদনার্থক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ শব্দে সামীপ্য বুঝায়। সঙ্কো- চকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সর্ব্বান্তর পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাতে বর্ত্তিয়া থাকে। নিশব্দ নিশ্চয়বোধক, উপশব্দের সামাধিকরণ্য হেতু তত্ত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব যাহারা ব্রহ্ম- বিদ্যায় সংসক্ত চিত্ত নহে, তাহাদের 'সংসার-সার' এই বুদ্ধি নাশ করে বা শিথিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যাগাত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা দুঃখ জন্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মূল অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। তাহাই ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ। তাহাই প্রমাণস্বরূপ, ইহার করণ- ভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তর ভাগে উৎপদ্যমান গ্রন্থরাশি উপচারহেতু প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

"অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তচ্ছব্দাবয়বার্থস্য বিদ্যায়ামেব সম্ভবাৎ ॥

উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে।
সামীপ্যাতারতম্যস্য বিশ্রান্তেঃ স্বাত্মনীক্ষণাৎ ॥
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোঽপি বিশেষণম্।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাদ্বয়ং যতঃ ॥
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
প্রবৃত্তিহেতুন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ ॥
যতোঽবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
যথোক্ত বিদ্যাহেতুত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ ॥
ভাবদুপনিষন্নামা সলিলং জীবনং যথা।"

উপনিষদ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সঙ্গতি হয়। 'উপ'— এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য তারতম্যের বিশ্রান্তির স্বীয় আঘাতে ঈক্ষণ হেতু তাহা প্রত্যগাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। 'নি' শব্দ ও 'সদ' —ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ। জীবাত্মরূপ চৈতন্যকে পরমাত্ম চৈতন্যের নিকট লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের সহিত উহার অদ্বয়ত্ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও অবিদ্যা জন্য কার্য্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। এই গ্রন্থ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয় বলিয়া জলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয় সেইরূপ উপচার হেতু ইহা উপনিষদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মানুযায়ী পুণ্যকর্ম্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং সূত্রভাগে বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মাচরণকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়।

আবার যে ধর্ম্মানুসারে আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ

লাভ করিতে পারি, যে ধর্ম্মোপদেশ শুণে অসার সংসারের মায়া-মোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্ম্মানুসরণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিলে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে আর আসিতে হয় না, তাহারই নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিবৃত্তি ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অনুযায়ী আচরণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে।"—বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ উপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অভেদপর জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষদের শিক্ষা। উপরিউক্ত বিচার সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বিচারকে সমর্থন করেন নাই, তজ্জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

> যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
> য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
> ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
> ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

—শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন —'উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে, উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য ষদ্ লৃ ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং —তত্র, উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্-ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি) যদ্ অদ্বৈতং দ্বিতীয়রহিতং ব্রহ্ম (অভি-ধীয়তে) তদপি অস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃত দেহস্য কান্তিঃ)।'

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তের (ব্রহ্মসূত্রের) ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ঃ—

> উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
> সেই অর্থ মুখ্য—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
> মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
> অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা॥
> প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ—প্রধান।
> শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
>
> —চৈঃ চঃ ম ৬।১৩৩-৩৫

'উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজ-কৃত-সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে লক্ষণা করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান্', 'ঐতিহ্য' ও 'শব্দ' এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে 'অনুমানের' অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং অনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্‌ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া

পড়ে। যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃতবিশেষ' নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষ স্থাপন করেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৯ ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

—শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্ শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিতম্

'নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ত-তৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম। আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।'

সুতরাং উপনিষদের শিক্ষা কেবল অভেদপর জ্ঞানকাণ্ড নহে।

উপনিষদই কর্ম্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান, ভক্তিবিজ্ঞানের মূলাধার। এই জন্য উপনিষদকে বিজ্ঞানময়ী বলা হয়। এই দৃষ্টিতে বেদের তিন কাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড—কর্ম্মোপাসনা, জ্ঞানোপাসনা এবং বিজ্ঞানোপাসনা—(ভক্তি-উপাসনা)। কেহ কেহ বলেন উপনিষদে কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা, কর্ম্মের এবং ভক্তির চর্চ্চা নাই। কিন্তু এ-কথা যথার্থ নহে। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তিরও চর্চ্চা করিয়াছেন। বরং উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাপ্তি বিষয়ে

ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত এবং ব্রহ্মের কৃপা হইলে পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (মোক্ষ প্রাপ্তি হয়)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতানুসারে ভক্তিবিনা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।' মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এ-বিষয়ে কত মহত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা 'এব' শব্দের প্রয়োগে জানা যায়।

উপাসনা বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—'তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।' কেন ৪।৬। তদ্ (ব্রহ্ম) বনম্ (ভজনীয়ম্) ইতি-উপাসিতব্যম্, ভজনীয় বস্তু হওয়ার দরুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম। তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতাত্বাদ্ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্ বনমিতি যতঃ তস্মাৎ তদ্বনমিতি অনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ম্।"

সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'তদ্বন'-নামধারী। তস্য বনং তদ্বনম্ (এইপ্রকার, ইহাতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) অর্থাৎ তিনি প্রাণি-সমূহের প্রত্যগাত্মস্বরূপ হওয়ায় বন অর্থ 'বননীয়' অর্থাৎ ভজনীয়। ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আত্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি সকলেরই সেব্য। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহার গুণব্যঞ্জক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক।

"ঊর্দ্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥"

—কঠ ২।২।৩

ব্রহ্ম প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধ্বদিকে প্রেরিত করিতেছে, অপান বায়ুকে নিম্নের দিকে প্রেরণ করিতেছে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে নিবাসকারী

ভজনীয় বামনকে সর্ব্বদেব উপাসনা করিতেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ঊর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ুমুন্নয়ত্যূর্দ্ধং গময়তি। তথাপানং প্রত্যগধোঽস্যতি ক্ষিপতি। য ইতিবাক্য শেষঃ। তং মধ্যে হৃদয় পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধ্যা-বভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং সর্ব্বে বিশ্বে দেবাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে॥"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"—ছাঃ ৩।১৪।১। তজ্জলান্—তৎ+জ+ল+অন্। (তৎ+জ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি (তৎ+ল) তাহাতেই লীন বা লয়প্রাপ্ত, (তৎ+অন্) তাহাতেই জীবিত থাকে বা অবস্থান করে। তাঁহাকে শান্ত (নিষ্কাম) হইয়া উপাসনা করিবে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "... ... ... যস্মাচ্চ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শান্তো রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযত সন্ যত্তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যমাণৈর্গুণৈ-রুপাসীত।"

অদ্বয়জ্ঞানবাদী আচার্য্য শঙ্কর, সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে লিখিয়াছেন—যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ শুকাদয়ঃ সংসৃতি বন্ধ-মুক্তাঃ। তস্য প্রসাদো বহুজন্মলভ্যো ভক্ত্যৈকগম্যো ভবমুক্তি হেতুঃ॥ ভগবানের কৃপাতে শুকদেবাদি সঙ্গরহিত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় অনেক জন্মের সাধনের পরে একমাত্র ভক্তিদ্বারা তিনি লভ্য হন। অতএব সংসারবন্ধনমুক্তির হেতু অথবা ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় বস্তুতঃ তাঁহারই কৃপা। 'ভক্ত্যৈকগম্যঃ'-পদ দ্বারাই নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে কেবল ভক্তিতেই মুক্তির বাস্তবিকতা লভ্য, জ্ঞানাদির দ্বারা নহে। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় যে, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে

মহাত্মনঃ।" ৬।২৩। অতএব সমস্ত শ্রুতিই কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির চর্চ্চা করিয়াছেন।

স্মৃতিসমূহের চূড়ামণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তির সম্পুটস্বরূপ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় ১৮।৬৩ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—"ষট্কত্রিকমিদং সর্ব্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানর্ঘ্যরহস্যতম-ভক্তিসম্পুটং ভবতি—প্রথমং কর্ম্মষট্কং যস্যাধারপিধানং কানকং ভবতি, অন্ত্যং জ্ঞানষট্কং যস্যোত্তরপিধানং মণিজটিতং কানকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবর্ত্তি ষট্কগতা ভক্তিস্ত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মঞ্জিকা বিরাজতে।

সর্ব্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষটকত্রয়সংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। গীতার প্রথমে কর্ম্মষটক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মোপদেশপূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাই একদিকের আবরণ; সেই আধারপিধান যেন কনকনির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার ঊর্দ্ধ পিধানস্বরূপ—তাহা মণিবিজড়িত কনককম্বু। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষটকগতা ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ভক্তি-উপাসনায় জীবের কারণ, জীবের স্বরূপ এবং জীবের প্রয়োজন এই তিনের বিষয় চিন্তন, মনন, অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোনও উপনিষদ্ জীবের কারণ, কোনও উপনিষদ্ জীবের স্বরূপ এবং কোনও উপনিষদ্ জীবের প্রয়োজনকে প্রতিপাদন করে। তজ্জন্য উপনিষদে ক্রমত্রয় বিদ্যমান। ক্রমত্রয়রূপে বিজ্ঞান ত্রয়ীরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে জানিতে পারা যায়। শৌনক নামক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন, যাহাকে মহাশাল

বলা হইত। মহাশালের অভিপ্রায় মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়। কেহ মহাশালের অভিপ্রেত অর্থ অতিথিশালা বা ছাত্রা-বাস বলেন। মহর্ষি শৌনক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি ছিলেন অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। অর্থাৎ যিনি দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নিঃশুল্ক-ভাবে বিদ্যাদানের সহিত ভোজন, আবাস আদির সুবিধা প্রদান করিতেন, তাঁহাকে কুলপতি বলা হইত। পুরাণে পাওয়া যায় যে তাঁহার বিদ্যালয়ে ৮৮ হাজার ঋষি বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার বিদ্যালয় উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে ছিল। মহাশালের এই-রূপ অর্থও হয়—মহ'-শ্রেষ্ঠ, শাল-গৃহ—গৃহস্থশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি শৌনক ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে জানার জন্য একসময় শাস্ত্রবিধি অনুসারে হস্তে সমিধ লইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বীয়গুরু মহর্ষি অঙ্গিরার চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৌনক হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥" মুঃ ১।১।৩। শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ বিষয় জানিলে সমস্ত বিশেষরূপে জানা যায়?

"তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরচা।" মুঃ ১।১।৪, অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে বলিলেন, 'হে শৌনক! ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন মনুষ্যের জ্ঞাতব্য দুই বিদ্যা আছে—একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপরা বিদ্যা। অর্থাৎ জগৎ ও জগতের পদার্থগুলিকে যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রয়োগ বিধিকে বিশেষভাবে জানা—অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা সংসারের পদার্থ-গুলিকে নয়, জীবের যথার্থ স্বরূপ জীবের কার্য্যকারণকে বিশেষভাবে জানিয়া, জীবের প্রয়োজনকে পূরণের জন্য অনুসন্ধান করার নাম পরাবিদ্যা শ্রেষ্ঠাবিদ্যা বা অক্ষরবিদ্যা।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের প্রণি-

ধানযোগ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা গুরুশিষ্যপরম্পরা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মা—অথর্ব্ব—অঙ্গির—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ। পরাবরম-পর+অবরম্—পর ও অবর বিদ্যা। জাগতিক বস্তুসমূহের এমন একটী কারণ আছে, যাহা জানিলে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ব-বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরাবিদ্যায় ইহলোক-পরলোকসম্বন্ধী সুখভোগ, তাহা প্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার সাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায় এবং যাহাতে ভোগ-উপভোগ করার ব্যবস্থা, ভোগসামগ্রী রচনা আর তাহার উপলব্ধি করার জন্য নানাপ্রকার দেব-দেবী, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির সাধনসমূহ এবং বিভিন্ন যজ্ঞ-কর্ম্মাদির ফল বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত আছে। যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ—এই চারিবেদে নানাপ্রকারের যজ্ঞের বিধি আর তাহার ফলবিষয়ে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত আছে। তাহার ছয় অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাক-রণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এইগুলিকেও অপরাবিদ্যা বলা হয়।

শিক্ষা—'শিক্ষা' শব্দের দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থ—উচ্চারণ-বোধক বেদাঙ্গ'। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—(প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অনুবাক্)—ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ছয়টী বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। "স্বর-বর্ণোপদেশক শাস্ত্রম্।" "উচ্চৈরুদাত্তঃ, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিত। ইতি ত্রিবিধঃ।" বেদের উচ্চারণ মন্ত্রার্থের নিয়মের জন্য আচার্য্যগণ স্বরজ্ঞানকে অনিবার্য্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিতকে উদাত্ত বলা হয়। অনুদাত্ত মন্দস্বরে উচ্চারিত হয়, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় উচ্চা-রিতকে স্বরিত বলা হয়। স্বর উচ্চারিত বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, সামান্য

ব্যতিক্রমে ফলের বৈগুণ্য হয়। 'বাগ্‌বজ্র ভবতি' অর্থাৎ বিপরীত উচ্চারিত হইলে বাক্য বজ্র হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। যথা —'যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।' পাঃ সূঃ ৫২। স্বর উচ্চারণে ব্যতিক্রমজনিত ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিধন করিয়াছিল। [কর্ম্মের ফল-ভোগবাঞ্ছামূলে যজ্ঞাদিতে মন্ত্রোচ্চারণদোষ ক্ষমার্হ নহে, শরণাগত ভক্তেতে উহা প্রযোজ্য নহে।]

কল্প—কল্পসূত্র চারভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, শুল্বসূত্র। শ্রৌতকর্ম্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ।

শ্রৌতসূত্রে—অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক আর তাত্ত্বিক বর্ণন দিয়াছে। শ্রৌতসূত্রের বিষয় খুবই গম্ভীর। দর্শপূর্ণমাস, আগ্রায়ণেষ্টি, নিরূঢ় পশু, সত্র, গবাময়ন, বাজপেয়, সৌত্রামণো আদি শ্রুতি প্রতিপাদিত মহত্ত্বপূর্ণ যজ্ঞের ক্রমবদ্ধ বর্ণন করা দুষ্কর।

গৃহ্যসূত্র—গৃহ্যাগ্নিতে সম্পন্নকারী যজ্ঞের নাম—উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছে।

ধর্ম্মসূত্রে—চারবর্ণ, এবং আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রবল মীমাংসা। ধর্ম্মসূত্রের মূল্য ও প্রতিপাদ্য। রাজার ধর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার অধিকারানধিকারের চর্চ্চা—ইহাতে বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত। সূত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সম্পত্তির বিভাজন-প্রণালী, স্ত্রীশিক্ষা, নিয়োগ, নিয়ম এবং স্ত্রীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গৃহস্থ পুরুষের বিশিষ্ট দিন-চর্চ্চা আদির উল্লেখ ধর্ম্মসূত্রের প্রধান কার্য্য।

শুল্বসূত্র—যজ্ঞের বেদি নির্ম্মাণের প্রক্রিয়াদির প্রধানারূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

ব্যাকরণে—বৈদিকী আর লৌকিকী শব্দের অনুশাসনের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্ব্বক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থ বোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদি নিয়মের উপদেশের নাম ব্যাকরণ।

নিরুক্ত—বৈদিক শব্দসমূহের যে কোষ আছে, যাহাতে অমুক পদ, অমুক বস্তুর বাচক, এই কথার কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে—তাহাকে 'নিরুক্ত' বলা হয়। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। যাস্কাচার্য্য প্রণীত বৈদিক অভিধান।

ছন্দ—বেদের রক্ষাকবচস্বরূপ। বৈদিক ছন্দসমূহের জাতি আর ভেদ নির্ণয়কারী বিদ্যাকে 'ছন্দ' বলা হয়। প্রচলিত ছন্দ দ্বিবিধ—অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

জ্যোতিষ—গ্রহ আর নক্ষত্রের স্থিতি গতি আর তাহার সঙ্গে মানবের কি সম্বন্ধ—এইসব যাহাতে বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি—জ্যোতিবিদ্যা। জ্যোতিষ অন্তিম বেদাঙ্গ। বেদের মূল উদ্দেশ্য যজ্ঞের প্রক্রিয়ার সম্পাদনের পূর্ণতা প্রদান করিতে বিভিন্ন সময়ের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাগাদির জন্য সময়-শুদ্ধিতার নিতান্ত আবশ্যক। ঠিক সময়ে সম্পাদিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক হয়। এজন্য নক্ষত্র, তিথি, মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর—কালের বিভিন্ন খণ্ডের সঙ্গে যজ্ঞ-যাগাদির বিধান বৈদিক সাহিত্যে বিহিত। এইসবের নিয়ম-উপনিয়মের যথার্থ নির্ব্বাহের জন্যই 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রের পরিজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

"যথা শিখা ময়ূরাণাং, নাগানাং মণয়ো যথা
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মূর্দ্ধণি স্থিতম ॥"

যে প্রকার ময়ূরের শিখা আর নাগগণের মণি শিরোভূষণ, তদ্রূপ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষ শিরোভূষণ। "বেদস্য চক্ষুঃ কিল শাস্ত্রমেতৎ প্রধানতাঙ্গেষু ততোঽর্থজাতা অঙ্গৈর্যতোঽন্যৈঃ পরিপূর্ণ মূর্ত্তিশ্চক্ষুর্বিহীনঃ পুরুষো ন কিঞ্চিৎ ॥" জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের নেত্র, অতএব, তাহার স্বতঃ বেদাঙ্গে প্রধানতা, যেমন অন্যান্য অঙ্গপরিপূর্ণ সুন্দরমূর্ত্তি নেত্র-হীন অন্ধ হইলে কোন কর্ম্মে লাগে না। চারি বেদ আর ছয় বেদাঙ্গ—অপরাবিদ্যা নামে খ্যাত।

যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা

যায়, তাহা পরাবিদ্যা নামে খ্যাত। পরাবিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। পরাবিদ্যার মূলাধার বা মূল বিষয় কেবল অক্ষর ব্রহ্ম। পরাবিদ্যাই উপনিষদ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ব্রহ্মকে জ্ঞাত করা বিদ্যা, ব্রহ্মে উপনীতকারী বিদ্যা, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানপ্রদানকারী বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার বর্ণন বেদেও বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, ব্রহ্মজ্ঞান—তাহাই পরাবিদ্যা।

বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে যে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় সুখভোগ হয়, তাহাতে কর্ম্মিগণ জীবন কৃতার্থ হইল মনে করেন। উপনিষৎ ঐপ্রকার তুচ্ছ বিষয় ভোগকে নিন্দা করিয়াছেন।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

—মুঃ ১।২।৮

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

—কঃ ১।২।৫

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকদের অবস্থা এই শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারাসক্ত লোক অজ্ঞানের ঘনীভূত স্ত্রী, পুত্র, পশু, বিত্ত প্রভৃতি শত শত তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃখময় সংসারে বাস করে; তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ধীর ও পণ্ডিত, তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ। এই সকল মূঢ় লোক সংসারের নানা কুটিল-মার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন না। ইঁহারা শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া

সংসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করেন, বারম্বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন, কখনও অমৃতানন্দময় জীবন লাভ করিতে পারেন না।

এই মন্ত্রদ্বয়ে, এই কথাটি একটি উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এক অন্ধ পথিক অপর অন্ধ কর্ত্তৃক পথ চালিত হইয়া যেমন প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করে, কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না, তদ্রূপ এই সংসারের অজ্ঞানী অথচ ধীর ও পণ্ডিত অভিমানকারী ব্যক্তিগণ অপর অজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল বিপথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা কখনও গন্তব্যস্থল বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারেন না।

অবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে এবং নানাপ্রকার নরকাদিতে প্রবেশ করিয়া অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করেন এবং অপরকেও অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারময় বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করান।

উপর্য্যুক্ত প্রকার অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইবিদ্যার একসঙ্গে অনুসন্ধান যাঁহারা করেন না, অর্থাৎ অধ্যয়ন করেন না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণতত্ত্বকে অনুভূতি করিতে তাঁহারা পারেন না। তজ্জন্য মহর্ষিরা কখনও কাহাকেও একাঙ্গী বিদ্যা প্রদান করিতেন না।

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"

—ঈশঃ ১১

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কে মিলিতভাবে, এক পুরুষদ্বারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়, ইহা যিনি জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত বুদ্ধিদ্বারা কৃতকর্ম্মের মৃত্যুজনক অন্তঃকরণের মলকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা ভগবদ্-সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'যিনি আত্মতত্ত্বকে

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন।।' এ বিষয়ে আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধনকে 'জ্ঞান' বা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়, আর ঐহিক ও পারত্রিক স্বর্গাদি বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হয়। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইয়ের তত্ত্বকে সম্যক্ জানিয়া, তাহার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই দুই সাধনের দ্বারা সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যথা নহে। উক্ত দুইবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন একটির সাধন অনুষ্ঠানকারীর কি দুর্গতি হয়, তাহা উপনিষদের অর্থাৎ বেদের শিক্ষার তাৎপর্য্যে মহর্ষিগণ নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়াছেন।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"
—ঈশঃ ৯

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"
—বৃঃ ৪।৪।১০

এই যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়—যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যা-উপাসনায় রত থাকেন অর্থাৎ কেবল অপরাবিদ্যা কর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু অবিদ্যা উপাসনা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। বেদের কোন মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে বেদেরই অন্য মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত-বেদার্কদীধিতিঃ টীকা —"যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি।" যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময়স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীমদ্বলদেবকৃত ভাষ্যম্......"অথ বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দ্যোতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবলমুপাসতে কুর্ব্বন্তি স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ ে ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্মজ্ঞানে এব রতাঃ।"

এই মন্ত্রে ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল-কর্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ভিন্ন অন্য অবিদ্যা অর্থাৎ 'কর্ম্ম'—তাহাই কেবল মাত্র অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মেতে বিশ্বাসান্ধ হইয়া স্বর্গফলপ্রদ কর্ম্মমাত্রই অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ যাহা অন্ধ করিয়া থাকে—এইরূপ ব্রহ্মদর্শনহীন অজ্ঞানমধ্যে প্রবিষ্ট হন, পর পর কেবল জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ ভোগ করেন—ইহাই তাৎপর্য্য, আবার যাঁহারা ভক্তিহীন কেবল আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-চিন্তায় রত হন, তাঁহারা অন্ধতার সম্পাদক সংসাররূপ তমঃ হইতে অধিকতর তমোময় অবস্থায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য-ভাষ্য "·········অত্র অন্ধং তমঃ আদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যেঽবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা তাং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ, কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ; তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাত্তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ।"

এই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষে কিছুবর্ষ পূর্ব্বে কেবল পরাবিদ্যা জ্ঞানেরই উপাসনা হইত, কেন না পরাবিদ্যার মহান্ মহিমা উপনিষদেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পরাবিদ্যায় এতই নিমগ্ন থাকিত, সংসারের কোন কথাই বলিত না বা কোন কার্য্যই করিত না। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মিথ্যা ভ্রমময় মায়াজাল নরক মাত্র। এক ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। দৃশ্যমান্ জগৎ সত্য নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নয়—ইহাই সত্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে এক শ্লোকার্দ্ধেই বলা যায়।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।"

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইসব প্রমাণের দ্বারা জীবাত্মা ব্রহ্মসিদ্ধ হয়, জীব ব্রহ্মই অন্য কেহ নহেন। জীবজগৎ ও পরমাত্মা যাহা দ্বৈত দেখা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র, বাস্তব সত্য নয়, স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় মিথ্যা।

তোমার নিজের শরীর? তাহাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তর দিত "নরকস্য-নরকম্" অর্থাৎ-স্বশরীরম্ নরকস্য নরকম্"—নিজের শরীর নরকের নরক। যখন নিজের শরীরই নরকের নরক হইয়া গেল, তখন তাহার জন্য কে কি ব্যবস্থা করিবে? তাঁহারা চাহিবে যতশীঘ্র হয় নরক হইতে পরিত্রাণ। তাঁহাদের আচার্য্যগণও অবিদ্যার খুবই নিন্দা করিতেন এবং বিদ্যার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। পরিণামে ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোক অবিদ্যায় নয়, কেবল বিদ্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভারতবর্ষের উন্নতমানের বিজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইল।

উপনিষদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা সমুচ্চয়ভাবে বর্ণিত হইলেও কর্ম্মাদি সাধনেতে ধ্যান না দিয়া কেবল একাঙ্গী বিদ্যা—জ্ঞান-

সাধনায় নিমগ্ন হইল। বিদ্যায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহারা জগৎ শরীরের আশ্রিত মিথ্যা জানিয়া তাহাতে ধ্যান দিলেন না। আপনারা জানেন যে, কোন ব্যক্তি উপরে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে চলিলে ছোট পাথরখণ্ডেও ধাক্কা লাগিলে ফেলিয়া দেয়, আর নীচে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বড় বড় পাহাড়পর্ব্বতও পার হওয়া যায়।

ভারতীয় বিদ্যায় নিমগ্ন সাধকগণ উপরে দেখিতে থাকিলেন, নীচে দৃষ্টি দিলেন না। কেবল 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' অর্থাৎ পরাবিদ্যা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বৈরাগ্য হইলে চিত্তে তমোগুণ ও রজোগুণজাত কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান পরিপক্ব অবস্থায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান স্থায়ী হয়, সেই অবস্থায় জীব জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্ম, ভক্তিযোগাদি সাধনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যায় অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ তিনপ্রকার সাধন উপনিষদে বা বেদে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।"
—ভাঃ ১১।২০।৬

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধনই প্রধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল।।"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তিই প্রধান সাধন, কেন না কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই তিন সাধন ভক্তির মুখাপেক্ষী অর্থাৎ এই তিন সাধন ভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্ররূপে ফল প্রদান করিতে অসমর্থ, ইহাদের সাধনের ফলও অতি তুচ্ছ, সেই ফলও কৃষ্ণভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারে না।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

—ভাঃ ১।৫।১২

শ্রীনারদ মুনির বাক্য—নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তি বিনা সম্যক্‌ভাবে শোভিত হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হইতে পারে না, তখন সাধনকালে এবং ফলভোগকালেও দুঃখ প্রদানকারী কাম্য-কর্ম্ম ও নিষ্কাম-কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পিত বিনা শোভা পায় না, ফল-প্রদানও করিতে পারে না, এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি ?

"কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন—হে সনাতন ! কেবল জ্ঞান, ভক্তি বিনা মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ হয়, অর্থাৎ তাহার সেবা করার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তিনি মায়াবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হইয়া যান। যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন তাঁহার ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি জ্ঞানমার্গের অনুশীলন বিনাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভক্তির নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা শ্রেষ্ঠতা সূচিত হয়। এই পয়ারের অন্য মুক্তিশব্দের অর্থ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া অভিপ্রায়। যদি বলা যায় পয়ারের পূর্ব্বোল্লিখিত

মুক্তিশব্দের অর্থের ন্যায় ইহারও অর্থ ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি করা যায়, তবে তাহাও ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি কামনাকারিগণের সাযুজ্য কামনার মূল কেবল মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি চাওয়াই। কেন না তাহার মতে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে পর মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে। অন্যথা কোন প্রকারে নহে, অথবা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইলে পর তাহার মতে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। অতএব তাহার মতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত একই কথা। যিনি ভক্তিমার্গে কৃষ্ণোপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি ত' চান না, আর মায়াবন্ধন হইতেও মুক্তি চান না, তিনি কেবল কৃষ্ণসেবাই চান। মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও ঐপ্রকার যে মুক্তি তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় ভক্তবৎসল, তিনিও নিজের ঐকান্তিক প্রিয়ভক্তকে সাযুজ্য মুক্তি দেন না, কেননা তাহাতে জীবের স্বরূপধর্ম্ম সেবা-সেবকভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের সাধক ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টসাধ্য সাধনের দ্বারা যাহা সাযুজ্য-মুক্তিকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে যদি তিনি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধন ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সাযুজ্যমুক্তি দিতে পারেন এবং তাহা দিয়াও থাকেন। সাধক ভুক্তিমুক্তি চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাকে পুনঃ নিজের শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রদান করেন না।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।১৮

"শ্রেয় স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৪

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্তুতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে সর্ব্ব-ব্যাপক ! প্রভো ! শ্রেয় লাভের উপায়স্বরূপ আপনার ভক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান (শাস্ত্রাভ্যাস বা জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের) দ্বারা প্রাপ্তির জন্য ক্লেশদায়ক সাধন করেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সাধনের কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছু না। যে প্রকার তণ্ডুল প্রাপ্তির কামনায় তুষকে (তণ্ডুলহীন) কুটলে কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সার বস্তু। ভক্তিসাধনই জীবের অনন্তকালের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

—গীঃ ৭।১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার দৈবীগুণময়ী মায়া অতীব দুস্তরা। যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, তিনিই এই গুণময়ী মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

জ্ঞানীরা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন যে জীবন্মুক্তি অবস্থাকে প্রাপ্ত করিয়াছি অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবশতঃ অজ্ঞান (অবিদ্যা) এবং অজ্ঞানকৃত কর্ম্মাদি ধ্বংস হইয়াছে, আমার আর কোন বন্ধন নাই। কিন্তু বাস্তবে তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইতে পারেন না, আর কৃষ্ণভক্তি বিনা তাঁহাদের বুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৯

এই পর্য্যায়ে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞানীদের কথাই বলা হইয়াছে। যাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের

অনুষ্ঠান করে, সেই বিমুক্তমানিগণ বহু কায়ক্লেশ সাধনদ্বারা অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর (অবজ্ঞা) করার দরুণ অধঃপতিত হইতে হয়।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

—ভাঃ ১০।২।৩২

শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ বলিলেন—হে কমল-লোচন ! যে আপনার চরণবিমুখ, আপনার ভক্তির অভাববশতঃ তাহার বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে। অতএব বস্তুতঃ বিমুক্ত না হইতে পারিলেও নিজেকে বিমুক্ত মনে করে। সে অতিক্লেশে বিষয়সুখকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষ (মুক্তি) সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলেও ভবদীয় চরণের প্রতি অনাদর করার কারণে অত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন গুণীভূতা ভক্তির সহায়তায় শমদমাদি তপস্যার প্রভাবে জীবন্মুক্ত-দশাকে প্রাপ্ত করে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত মায়িক জ্ঞান করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতি আদর করে না, অতএব সে অধঃপতিত হয়।

পরব্রহ্মের সাকারস্বরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সাকার-বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ জ্ঞান করেন অর্থাৎ সেই বিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণযুক্ত মানেন। তিনি যে ভক্তি করেন সেই ভক্তি গুণময়ী—সে নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি নহে। সেই ভক্তি গুণীভূতা হইলেও ভক্তিপ্রভাবে তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত তপ-শম-দমাদির অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্যা (অজ্ঞান) নিরাসনী বিদ্যা (পরাবিদ্যা) লাভ করিতে পারেন। রজঃ এবং তমঃ—যাহাতে সাধকের অবিদ্যা সূক্ষ্মভাবে থাকে, যে দুঃখ এবং অজ্ঞানের কারণ তাহা দূর হইয়া যায় এবং সত্ত্বই বর্ত্ত-মান থাকে। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্।" সেই সত্ত্বা জ্ঞানদ্বারা

অজ্ঞান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্ত্বার আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রদানকারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস যে শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই নির্গুণা ভক্তি বিনা সেই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইএর তিরোধান হইলে চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষই গুণীভূতাভক্তি, সেই গুণীভূতা ভক্তি কেবলমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, একমাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় বিচার করিয়াছেন—

"ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসন্নশ্চাবাবাত্মা চেতি সঃ। ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদাভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধানাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানাদ্যুর্দ্ধ্বরিত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেন কেবলাং লভত ইতিযাবৎ ইতি। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রারম্ভদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্ ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥"

উপাধি অনাবৃত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসন্নাত্মা অবস্থাকে প্রাপ্ত। গুণত্রয়ের সংযোগরূপ মালিন্য অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন। অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। ভদ্রাভদ্রে সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান রহিত হয়। ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান শান্ত হইলে অবিনশ্বরা জ্ঞানান্তর্ভূতা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আমার ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভূতাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপশক্তি হওয়ার দরুণ অনশ্বরা বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু ভগবদ্ভক্তির তিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞানাদিশূন্য সেই পরাশুদ্ধা ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই গুণীভূতা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে, যে প্রকার সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি পরমাত্মা সর্ব্বান্তরে অবস্থান করেন। বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুদ্গাদির সহিত মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুদ্গাদির নাশের পরও অনশ্বরা মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিবৃত্ত হইলে নিরুপাধিক মণিকাঞ্চনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা যায়। তজ্জন্য মূলে 'লভতে' পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাভক্তির তাৎপর্য্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তিতে একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

তাৎপর্য্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের

অজ্ঞান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্ত্বার আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রদানকারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস যে শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই নির্গুণা ভক্তি বিনা সেই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইএর তিরোধান হইলে চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষই গুণীভূতাভক্তি, সেই গুণীভূতা ভক্তি কেবলমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, একমাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় বিচার করিয়াছেন—

"ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসন্নশ্চাবাবাত্মা চেতি সঃ। ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপানশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানাদ্যুৰ্ব্বরিত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব ক্ষুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্কৃত্য কেবলাং লভত ইতিবৎ ইতি। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রাদুর্ভাবদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্ ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥"

উপাধি অনাবৃত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসন্নাত্মা অবস্থাকে প্রাপ্ত। গুণত্রয়ের সংযোগরূপ মালিন্য অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন। অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। ভদ্রাভদ্রে সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান রহিত হয়। ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান শান্ত হইলে অবিনশ্বরা জ্ঞানান্তর্ভূতা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আমার ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভূতাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপশক্তি হওয়ার দরুণ অনশ্বরা বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু ভগবদ্ভক্তির তিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞানাদিশূন্য সেই পরাশুদ্ধা ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই গুণাভূতা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে, যে প্রকার সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি পরমাত্মা সর্ব্বান্তরে অবস্থান করেন। বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুদ্গাদির সহিত মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুদ্গাদির নাশের পরও অনশ্বরা মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিবৃত্ত হইলে নিরুপাধিক মণিকাঞ্চনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা যায়। তজ্জন্য মূলে 'লভতে' পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাভক্তির তাৎপর্য্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তিতে একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

তাৎপর্য্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের

কোন সম্বন্ধ না থাকায় মায়িক বিদ্যা-অবিদ্যা ত নাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সেই ভক্তির তিরোধান হয় না। সে পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র জানেন। তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তি নির্গুণা চিচ্ছক্তির বিলাস নাই। তাহার ভক্তি মায়িক গুণযুক্ত হয়। তজ্জন্য মায়িক গুণময়ী বিদ্যা তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণভূতা ভক্তিও অন্তর্হিতা হইয়া যায়।

সারমর্ম্ম এই যে গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবে সাধকের অবিদ্যা দূর হইয়া যখন বিদ্যার উদ্ভব হয়, তখন তাহার চিত্তে তমোগুণ এবং রজগুণে উৎপন্নকারী কোন কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয়না। সত্ত্বগুণ বিদ্যার প্রভাবে চিত্তে আনন্দানুভব হয়। তখন সেই ব্রহ্মানুভূতিমূলক জানিয়া এবং সেই অবস্থার সঙ্গে নিজের চিত্তকেও নির্ব্বিকারী দেখিয়া নিজেকে জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত মনে করেন। বাস্তবিক তখন পর্য্যন্ত তিনি জীবন্মুক্ত হন না বা হইতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্তে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা তখনও সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। গুণাতীত হইতে না পারার কারণে তাঁহার ঐপ্রকারের জীবন্মুক্ত অবস্থার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুণাতীত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের বুদ্ধি বিশুদ্ধতাকে লাভ করিতে পারে না বা লাভ করা যায় না। নির্গুণা ভক্তির কৃপা বিনা জীব গুণাতীত হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

গুণীভূতা ভক্তির অন্তর্দ্ধান হইলে ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরজনিত অপরাধের ফলস্বরূপ পুনঃ তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায়।

নির্গুণা ভক্তি যত্র তত্র লভ্য নহেন বলিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতা ৩।২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক-মদেকান্তিক মহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোদ্যম সাধ্যা ন ভবতি। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্যো

ভব, গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভূয়া ইত্যাশীর্ব্বাদ এব দত্তঃ।"

গুণাতীতা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সেই নির্গুণা ভক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আমার ঐকান্তিক মহাভক্তের অহৈতুকী কৃপায় একমাত্র লভ্য, পুরুষের (জীবের) উদ্যমদ্বারা সাধ্য নহে বা অন্য সাধনান্তরের দ্বারাও লভ্য হয় না। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ আমার একান্ত গুণাতীতা ভক্তির দ্বারা তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। ঐপ্রকার আমার আশীর্ব্বাদ আছে।

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮০

ঐকান্তিক মহাভাগবত প্রেমিক ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় গুণাতীতা ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে নহে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় পুনঃ গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। ননু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তদানীং তস্য কিম্ স্যাদিত্যতোঽর্থান্তরন্যাসেনাহ—ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যশ্চাস্মি তং মাং তৎপদার্থং জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোঽভিজানাতি, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি মদুক্তেঃ, যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রস্তুতঃ স জ্ঞানী ততস্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরম্ বিদ্যোপরমাদুত্তরকাল এব মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি মৎসাযুজ্যসুখমনুভবতি। মম মায়াতীতত্বাৎ বিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ, বিদ্যয়াপ্যহমবগম্য ইতি ভাবঃ। যত্তু "সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বৈব বিদ্যা" ইতি নারদ পঞ্চরাত্রে বিদ্যাবৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে তৎ খলু হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিৎ বিদ্যাসাফল্যার্থম্ বিদ্যায়াম্ প্রবিষ্টা

কর্ম্মসাফল্যার্থম্ কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। নির্গুণা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণময্যা বিদ্যায়াবৃত্তির্যতো ন ভবতি, অতোঽজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বম্ তৎপদার্থজ্ঞানে তু ভক্তেরেব। কিঞ্চ, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" ইতি স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব, তচ্চ সত্ত্বং 'বিদ্যা'শব্দেনোচ্যতে যথা-তথা ভক্ত্যুত্থং জ্ঞানং ভক্তিরেব সৈব কুচিৎ 'ভক্তিশব্দেন' কুচিৎ 'জ্ঞান'শব্দেন চোচ্যতে। ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং দ্রষ্টব্যম্—তত্র প্রথমং জ্ঞানং সংন্যাসো, দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াদিত্যেকাদশস্কন্ধপঞ্চবিংশত্যধ্যায়দৃষ্ট্যাপি জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ ভক্ত্যা বিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাযুজ্যাথিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেশমাত্রফলা অতি বিগীতা এব। অন্যে তু 'ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ' ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তিমিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবাংস্তু মায়োপাধিরেব ইতি ভগবদ্বপুর্গুণময়ং মন্যমানা যোগারূঢ়ত্বদশামপি প্রাপ্তাস্তেঽপি জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব, যদুক্তং—"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" ইতি। অস্যার্থঃ—যে ন ভজন্তি যে চ ভজন্তোঽপ্যবজানন্তি, তে সন্ন্যাসিনোঽপি বিনষ্টাবিদ্যা অপ্যধঃপতন্তি তথাহ্যুক্তং। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" ইতি—অত্র অঙ্ঘ্রি-পদং ভক্ত্যৈব প্রযুক্তং বিবক্ষিতম্, 'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ইতি। তনোর্গুণময়ত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদরঃ যদুক্তম্—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং" ইতি। বস্তুতস্তু মানুষী সা তনু সচ্চিদানন্দময্যেব তস্যাঃ দৃশ্যত্বন্তু দুস্তর্ক তদীয় কৃপাশক্তি প্রভাবাদেব। যদুক্তম্ নারায়ণাধ্যাত্মবচনং—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তমিমং প্রভুম্॥" ইতি। এবঞ্চ ভগবত্তনোঃ সচ্চিদানন্দ-

ময়ত্বে? "তমেকং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ শ্রীবৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্" ইতি। "শব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ"ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি পরঃসহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সৎস্বপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিদৃষ্ট্যৈব ভগবানপি মায়োপাধিরিতি মন্যন্তে কিন্তু স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ "অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতেঃ। মায়াস্তু ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরেবাভিধীয়তে ন তু অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময্যেব শক্তিরিতি তস্যাঃ শ্রুতেরর্থং ন মন্যন্তে। যদ্বা প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনন্তু মহেশ্বরং শম্ভুং বিদ্যাদিত্যর্থমপি নৈব মন্যন্তে। ততো ভগবদপরাধেন জীবন্মুক্তত্বদশা প্রাপ্তা অপি তেঽধঃপতন্তি; যদুক্তং 'বাসনা'-ভাষ্যধৃতং পরিশিষ্ট বচনম্—'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ। ইতি তে চ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং নাস্তি সাধনোপযোগঃ ইতি মত্বা জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তিমপি সংত্যজ্য মিথ্যৈবাপরোক্ষব্রহ্মানুভবং সত্যং মন্যন্তে। শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যা অপি জ্ঞানেন সার্দ্ধং অন্তর্দ্ধানাৎভক্তিং তে পুনর্নৈব লভন্তে ভক্ত্যা বিনা চ তৎপদার্থাননুভবান্ন্যাসমাধয়ো জীবন্মুক্তমানিন এব তে জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তং—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন" ইতি যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরমে পরাং ভক্তিং লভন্তে, তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ—একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্ব্বন্তস্তয়ৈব তৎপদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে, তে সংগীতা এব। অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিক শান্ত মহাভাগবতসঙ্গ প্রভাবেণ ত্যক্তমুমুক্ষাঃ শুকাদিবদ্ভক্তিরসমাধুর্য্যাস্বাদে এব নিমজ্জন্তি; তে তু পরমসংগীতা এব; যদুক্তং। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"॥ ইতি। তদেবং চতুর্ব্বিধা জ্ঞানিনঃ দ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি দ্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসারমিতি।

নির্গুণা ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনী শক্তির বৃত্তি, ভক্তির কলাংশে বিদ্যাবিষয়কে সফল করিবার জন্য বিদ্যায় প্রবেশ করে, কর্ম্ম সাফল্যের কর্ম্মযোগেও প্রবেশ করে, কেননা ভক্তি বিনা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি কেবল শ্রমমাত্রই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি স্বয়ংই ফল প্রদান করিতে পারে না। যদিও নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তিবিশেষ কখনও হইতে পারে না। অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কার্য্য এবং তৎপদার্থরূপ ভগবদ্বিগ্রহরূপ ভক্তির কার্য্য। বস্তুতঃ 'তৎ'পদার্থের জ্ঞানেও ভক্তিই কারণ। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্"—গীতা ১৪।১৭। স্মৃতিতে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে। অতএব সত্ত্বগুণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানও সত্ত্বই। সেই সত্ত্বজ্ঞানকেও যে প্রকার বিদ্যা শব্দে বলা হয়, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা কোথাও ভক্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে এইরূপে জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ সত্ত্বজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরূপ জ্ঞান-দ্বারাই ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধান্তর্গত পঞ্চ-বিংশাধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। সেখানে কেহ কেহ ভক্তি বিনাই কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রার্থী, ঐপ্রকার জ্ঞানাভিমানিগণ কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া জ্ঞানের নিন্দা করা হইয়াছে। অন্য কতিপয় লোক ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না উহা জানিয়া ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানাভ্যাস করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে ভগবানের বিগ্রহ ত' মায়া-উপাধিযুক্ত এবং তাঁহার অর্থাৎ ভগবদ্বপুঃ গুণময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই বিমুক্তমানী জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় দশা হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীভগ-বানের বিগ্রহকে গুণময় বুদ্ধি করিয়া অনাদর করার জন্য অত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেও ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নলোকে পতিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি ভজন করে না এবং ভজনা

করিয়াও শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী অথবা অবিদ্যা বিজয়ী হইলেও স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

—বাসনা ভাষ্য-ধৃত

জীবন্মুক্ত সাধনফল প্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি কোন প্রকার অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানের চরণে অপরাধী হইয়া যায় তবে তাহা জীবন্মুক্ত হইলেও পুনঃ বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। এইরূপ তাহার ফলপ্রাপ্তিকাল আসিলে এখন কোন সাধনের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানু-ভূতি মানিয়া নেন, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিকট অপরাধহেতু তাঁহার জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিও অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়, তখন পুনঃ ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তি 'তৎ' পদার্থের অনু-ভবও করিতে পারেন না তখন তাঁহারা মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী মনে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা গুণীভূতা ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দ-ময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রমশঃ অবিদ্যা ও বিদ্যা উপরাম (তিরোধান) হইলে পরাভক্তিকে লাভ করেন। জীবন্মুক্তি দুইপ্রকার —একপ্রকার ভগবদ্সাযুজ্যলাভের জন্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই গুণীভূতা ভক্তিদ্বারা 'তৎ' পদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সম্মাননীয়। দ্বিতীয়প্রকার মহা-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে সাযুজ্য মুক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস মহাভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী আদির ন্যায় ভক্তিরসমাধুর্য্যের আস্বাদে নিমগ্ন হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহারা ত্রিজগৎপূজ্য।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ-যাগ, দান, ধর্ম্ম প্রভৃতির শ্রেয়ঃ সাধনসমূহদ্বারা কায়কৃচ্ছ্র সাধনে একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থসমূহ অনায়াসে সিদ্ধি হইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি দ্বারা অন্যান্য সাধনসমূহের শ্রেয়ঃপূর্ত্তি অনায়াসে লাভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে শ্রীভগবানের বাণী আছে—

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥"

—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ স্বর্গাদি বা মোক্ষ এবং ভগবৎ-ধামও বাঞ্ছা হয়, তবে ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ত্তি অনায়াসে হয়। অর্থাৎ ভক্ত যদি কখনও কামনা করেন তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ (অপুনর্ভবমুক্তি) এমনকি আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু ধীর সাধুভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রীতিযুক্ত সেবা কামনা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

—ভাঃ ১১।২০।৩৪

"ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ সার্ব্বভৌম্যং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

নির্গুণা ভক্তিপ্রাপ্ত ভাগ্যশালী ভক্তগণ ভগবানের পদারবিন্দের ধূলির শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের স্বর্গ, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মার-

পদবী, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভবমুক্তি এসমস্ত কোনরই চাহিদা থাকে না। কেননা—"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥" —ভাঃ ১০।১৬।৩৭। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—হে রাজন্! শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে সমস্তই লব্ধ হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র। অতএব ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বসাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম। নিষ্কাম ভক্তিতে এই শক্তি লাভ হয় যে প্রভুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তের অধীন করিয়া দেয়। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।" (মাঠর শ্রুতিবাক্য)। নির্গুণা নিষ্কাম ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত করায়, ভগবানকে দর্শন করায়, ভগবান্‌ও ভক্তিরই বশ হন। তজ্জন্য নির্গুণা ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ইহাই 'নেতি নেতি' বাণী-উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। কেননা করণসাপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা ভগবানকে জানা বা লাভ করা যায় না। শ্রুতিতে আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকে বলিতেছেন যে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥"

—তৈঃ ২।৯।১

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে, আনন্দবল্লীঅধ্যায়ে চতুর্থ ও নবম অনুবাকে উক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"যতো যস্মান্নির্ব্বিকল্পাদ্ যথোক্ত লক্ষণাদদ্বয়ানন্দাদাত্মনো বাচোঽভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্প বস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানান্যপ্রাপ্যপ্রকাশ্যৈব নিবর্ত্তন্তে।"

ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প আর অদ্বৈত হইলে তাহার নির্দ্দেশ করার জন্য

প্রয়োগ করা, তাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত মন প্রত্যাবৃত হয় অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য হইতে চ্যুত হইয়া যায়। তজ্জন্য বক্তাদ্বারা সর্ব্বথা ব্রহ্মের প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা বাণী যাহা প্রতীতির অবিষয়ভূত, অকথনীয়, অদৃশ্য, অবেদ্য, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নিকট হইতে মনসমস্তকে প্রকাশ করিতে বিজ্ঞানের সহিত প্রত্যাবৃত হইয়া আসে। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম নাই, এইজন্য ব্রহ্ম কোনও শব্দের দ্বারা বাচ্য (নির্দিষ্ট) হইতে পারে না, তাই সত্যাদি অর্থাৎ সদ্ আদি পদও ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্র বেদ্য হইবেন কিরূপে? "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তদপাণি পাদম্।"—মুঃ ১।১।৭। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্।"—বৃঃ ৩।৮।৮। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" —কঠঃ ৩।১৫ ইত্যাদি।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।"—কেনঃ ১।৩

চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায় না, বাক্যদ্বারা তাঁহাকে বর্ণন করা যায় না, মনদ্বারাও তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। ঋষিরা বলিতেছেন—আমরা তাঁহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ (শিক্ষা) দেন তাহাও জানি না, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু হইতে অন্য, ইন্দ্রিয়াদি অগোচর বিষয়েরও ঊর্দ্ধে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম কোন শব্দেরই বিষয় নহেন ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য নহেন এরূপ বলা হয় নাই, কিন্তু অনন্ত সদ্গুণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য

হইতে পারেন না, ইহাই বলা হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি।"—ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২। এই প্রকরণে ব্রহ্মের যে গুণ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে তাঁহার ইয়ত্তার প্রতিষেধ "নেতি নেতি" ব্রহ্মের প্রতিষেধ করিবার জন্য নহে। কিন্তু তাঁহার ইয়ত্তার অর্থাৎ তিনি এই পর্য্যন্তই এই পরিমিত ভাবের নিষেধ করিয়া তাঁহার অসীমতা, গুণ-অনন্তা সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্যই নহেন—ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মের আকাশকুসুমের মত অসত্ত্বাগতি হইবে। যাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় (অবেদ্য) তাহা অসৎ, যেমন আকাশকুসুমাদি। ব্রহ্মও সর্ব্বপ্রমাণের অবেদ্য হইলে খপুষ্পাদির ন্যায় অসৎ হইবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অস্পৃষ্ট মাহাত্ম্যযুক্ত অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরিমিত স্বাভাবিক সদ্গুণ শক্ত্যাদির সাগর ভগবান্ পরব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রমাত্র প্রমাণ গম্য ইহাই সিদ্ধ হইল।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষবাদসম্মত অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইল। বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতির অর্থ এই যে—যতঃ দেশাদি পরিচ্ছেদশূন্য বিশ্বের অন্তরাত্মা মুক্তপুরুষগণের উপাস্য ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে 'মনসা' মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই ব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন—'অপ্রাপ্য' সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়া অকৃতার্থের ন্যায় মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম অনন্ত, অচিন্ত্য গুণশালী বলিয়া সমগ্ররূপে তিনি মন ও বাক্যের বিষয় (গোচর) হইতে পারেন না।

যেমন অগাধ অতলস্পর্শ পতিতপাবনী গঙ্গা হ্রদে প্রবিষ্ট জনগণ যথাশক্তি তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু গঙ্গাহ্রদ অগাধ। এজন্য

তাহার গাধলাভ (তললাভ) সম্ভাবিত নহে, তাহার তললাভ সম্ভাবিত না হইলেও গঙ্গাস্নান-পানাদিজনিত, পাবনত্ব, তাপতৃষ্ণানিবৃত্তি, শান্তি আদি দৃষ্টফলসমূহ দ্বারা গঙ্গায় প্রবিষ্ট জনগণ কৃতার্থ হইয়াও গঙ্গার তলস্পর্শমাত্রেই অকৃতার্থ হইয়া থাকে ; গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল অগাধ বলিয়াই গঙ্গাহ্রদের তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই। তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই বলিয়া গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণ হীনবল—ইহা সিদ্ধ হয় না।

এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অধিকারী পুরুষের অধিকারানুসারে সমস্ত অধিকারিদিগের ধর্ম্মার্থাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধন ইতিকর্ত্তব্যতাদি জ্ঞানরূপ ভগবৎ কিঙ্কর্য্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও পরব্রহ্মের ইয়ত্তা নির্ণয়মাত্রে তাঁহারা অকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের অকৃতার্থতার ন্যায় পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সমীচীন। পরব্রহ্মের গুণমহিমা ইয়ত্তা নির্ণয়ে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভূষণই বটে। এই অকৃতার্থতা দ্বারা পরব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যের অনন্তত্ব দ্যোতিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মকে অস্তিত্ববিহীন বলা হয় নাই। সপ্তম অনুবাকে যে "যদা হোবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়েনেহভয়ং প্রতিষ্ঠা বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি।" এই শ্লোকের অদৃশ্যো অনির্ব্বাচ্য, অনাধার বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ববিহীনতা বলা হয় নাই। "রস বৈ সঃ"—তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ বলিয়াও তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তিনি রসবান্। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ প্রদান করেন। আনন্দবান্ অস্তিত্ব না থাকিলে জীবসকল কি করিয়া আনন্দ আস্বাদন লাভ করিয়া থাকে? অসৎ অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে আনন্দ প্রদান করিতে কুত্রাপি দেখা যায় না। নিষ্কাম ভক্তগণ তাঁহাকে

জানিয়া (লাভ করিয়া) আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের আনন্দের কারণ আনন্দবান ব্যক্তি আছেন। "এষঃ হি এব আনন্দয়তি।" এই ব্রহ্মই লোকের ধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ অবিদ্যাহেতু এই আনন্দস্বরূপকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, বিশেষতঃ অবিদ্বানগণের ভয়হেতু এবং বিদ্বানগণের অভয়ের কারণ বলিয়াও সেই ব্রহ্ম অস্তিত্ব (আছেন) ইহাই প্রমাণিত হয়। কারণ লোকে সৎ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভয়প্রাপ্ত হয়, অসৎ অস্তিত্ববিহীনের আশ্রয়ে ভয় নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়া বেদবাক্যসমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক—এইরূপ দোষও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদে যদি উহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত ; কিন্তু ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবিষয়ে শ্রুত্যাদিতে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুসুমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানি হয় না। আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণ অত্যন্ত অসম্ভাবিত, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসম্ভাবিত। অন্যথা—"সাঙ্গো বেদ যদি বা ন বেদো" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরও সার্ব্বজ্ঞ হানির প্রসঙ্গ হইত। সেই শ্রীভগবান্ নিজকে ও নিজের গুণাদিকে যথাযথভাবে জানিয়াই থাকেন ; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"

—মুণ্ডক

"অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ॥"

—বেদান্তসূত্র ১।২।২১

এখানে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই। এই শ্রুতিও ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে, কিন্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নরূপে তিনি জানেন না। এজন্য প্রদর্শিত শ্রুতিতে "বেদো যদি বা ন বেদ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্য জানা যায় না।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রবৃত্তি-সামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে মনের সহিত বাক্য-সমূহ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে না এইরূপ বলায় সামান্যতঃ নিবৃত্তিমাত্রকেই বিশেষ বিষয়ে নিবৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় সামান্য বাচী শব্দের বিশেষ অর্থে সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে, এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এইরূপ সঙ্কোচ স্বীকারে গৌরব দোষও হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির শ্লোক-শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে তাহার সমস্ত ভয়ের নিবৃত্তি হয়। মনের সহিত বাক্য যদি ব্রহ্মকে জানিতেই না পারিত তবে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে—এইরূপ বলা হইল কিরূপে? ব্রহ্ম সর্ব্বথা জ্ঞানের অবিষয় হইলে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুত্যাংশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"

—ভাঃ ৩।৬।৪০

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই ভগ-বানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব। এই শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বিশ্বনাথ টীকা—অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমেব স্থাপয়ন্ নমস্করোতি অপ্রাপ্য অন্তমলব্ধা যতঃ সকাশান্নিবর্ত্তন্তে বাচঃ সমষ্টি-

ব্যষ্টীনাং সর্ব্বেষামপি বাগিন্দ্রিয়াণি মনসা সহেতি মনাংসি চ যথা ব্রহ্মণো মুখান্নির্গতাঃ সর্ব্বে বেদা এব বাচঃ তৈস্যৈব মনসা সহ অহং অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ ইমে দেবা বৃহস্পত্যাদয়শ্চ যতো নিবর্ত্তন্তে, কুতঃ? অপ্রাপ্য যন্নামরূপচরিত্রাদীনাং সম্যঙ্মাধুর্য্যগ্রহণাসামর্থ্যাৎ অপারাণাং তেষামন্তপ্রাপ্যসামর্থ্যাচ্চেত্যর্থঃ। শ্রুতিরপ্যাচষ্টে—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি। অত্রাপাদাননির্দ্দেশ এব বাঙ্মনঃসংশ্লেষপ্রত্যায়কো নিবৃত্তিস্তুনন্তত্বেন প্রমাতুমশক্যত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। সন্নিধৌব বাগাদ্যগম্যত্বং স্থাপনো ন ব্যাখ্যেয়ম্। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি, মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ॥

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রাদি (লীলা) সম্যক্ মাধুর্য্য গ্রহণে অসামর্থ্যহেতু অর্থাৎ তাঁহার অন্ত প্রাপ্তি অসামর্থ্য হইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। কিন্তু শ্রুতিসমূহ বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, দর্শন করা যায় এবং তাঁহার নিকট যাওয়া যায়। কিন্তু শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, ইহা বলা হয় নাই। কেবল তাঁহার ইয়ত্তাই জানা যায় না বলিয়াছেন।

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"
"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম"
"স যোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"

—মুঃ ৩।২।৯

'জ্ঞাত্বা দেব সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম
মৃত্যু প্রহাণিঃ"—শ্বেঃ ১।১১

"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" —মুঃ ৩।১।৮
"পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"
"মৈত্রেয়ী আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"—২।৪।৫

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং" —বৃঃ ৪।৪।১৯

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" —শ্বেঃ ১।৩

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্ ॥" —ভাঃ

"অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" —ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সংরাধনং চ ভক্তিধ্যান প্রণিধ্যানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"
—গীঃ ১১।৫৪

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—ব্রঃ সঃ ১।১।৩। তস্মাৎ শাস্ত্রৈক বেদ্য-মেব ব্রহ্মেতি তাৎপর্য্যবানাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ। শাস্ত্রমেব যোনিঃ জ্ঞানকারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং যস্য তৎ শাস্ত্রযোনিস্তস্য ভাবস্তত্বং তস্মাদিতি বিগ্রহঃ। ইতরপ্রমাণাবিষয়ত্বে সতি শাস্ত্রৈক প্রমাণ গোচরং ব্রহ্মেতি যাবৎ। "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" "সর্ব্বে বেদা যত্র একীভবন্তি" "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদ্যন্বয় ব্যতিরেক শ্রুতিভ্যঃ "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" "নমামঃ সর্ব্ব-বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ।" এতেন শাস্ত্রবেদ্যং ব্রহ্ম, তজ্জ্ঞাপকঞ্চ শাস্ত্রমিতি নিত্য সম্বন্ধোঽপি উক্তঃ।

"ব্রহ্ম শাস্ত্রৈক বেদ্য" এইরূপ তাৎপর্য্যবান্ সূত্রকার "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মকে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য বলিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে—শাস্ত্রই যোনি জ্ঞানকরণ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ যাহাতে হয়, তাহাই শাস্ত্রযোনি, তাহার ভাবই শাস্ত্রযোনিত্ব, আর পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা শাস্ত্রযোনিত্বের হেতুত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহাই

সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। ব্রহ্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। ব্রহ্ম যে শাস্ত্রমাত্র বেদ্য, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায়—সমস্ত বেদ যাঁহার প্রতিপাদন করে, সমস্ত বেদ যাঁহাতে একীভূত হয় সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবেদবিৎ সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য ও বেদভিন্ন প্রমাণের অবেদ্য বলা হইয়াছে, আর স্মৃতিসমূহদ্বারাও একথাই বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদদ্বারা আমিই বেদ্য হইয়া থাকি। বেদ, মূল রামায়ণ ও পুরাণ, মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্র হরি গীয়মান হইয়া থাকেন, সমস্ত বাক্যের যিনি শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে প্রণাম করি। প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদ্য এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এজন্য শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষের ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রজ্ঞাপ্য হইলে ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রকাশ্যত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে এবং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না। অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বের হানি হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক (প্রাকৃত) শব্দকে যদি ব্রহ্মের প্রকাশক বলা যাইত তবে প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক শব্দগত বোধক শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই শক্তি ব্রহ্মপরতন্ত্রসত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশকত্ব স্বপ্রকাশকত্বই, এজন্য ব্রহ্মের পরপ্রকাশত্বের আপত্তি হয় না।

পূর্ব্বপক্ষের ইহাতে আশঙ্কা এই যে—শাস্ত্রগত বোধক শক্তি

যেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহেও ব্রহ্মশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হওয়া উচিত নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দ্রিয়গতশক্তি ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ, এজন্য তাহা অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়াও যেমন স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ্য নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বই স্বীকার করা উচিত। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য হইয়াও যদি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকই হইল। শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণবেদ্য হইয়াও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এইরূপই বলা উচিত ছিল।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সর্ব্বগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সর্ব্বত্রই পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে। ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জন্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জীবের বুদ্ধ্যাদি দ্বারা ব্যবহিতভাবে হইয়া থাকে, এজন্য জীবের প্রত্যক্ষাদিবেদ্য ব্রহ্ম হইলে সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা বেদ্য হইল—এইরূপ বলা যায় না।

ব্রহ্মবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধানবশতঃ দোষ-বত্ত্বের সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমান্দ্য, দুরাগ্রহ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য্য। এজন্য ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কাদি জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব থাকিতে পারে না। বেদদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশ্য হইতে জীববুদ্ধির ব্যব-ধান অপেক্ষা করে না, সাক্ষাদ্ভাবেই ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়া থাকেন। সেইহেতু বেদবেদ্য হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণবেদ্য হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় এবং উভয় পক্ষের অতিশয় বৈলক্ষণ্য আছে বুঝিতে হইবে।

প্রকারান্তরে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই-রূপ বলা যাইতে পারে যে শ্রুতির বাক্‌শব্দ লৌকিক বাক্ অভি-প্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্ সদোষ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাক্যেরই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈদিক বাক্যের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিক শব্দ প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বৈদিকশব্দ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদক না হইলে ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রুতিই ব্রহ্মকে ঔপনিষদ্ বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে তাহাও শাস্ত্রাচার্য্য-সংস্কারশূন্য মনেরই বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা "মনসৈবানু-দ্রষ্টব্যম্" এই সাবধারণ শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সদোষ লৌকিক বাক্যের ও প্রাকৃত মনের অবিষয় ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম মনো-মাত্রের অবিষয় হইলে 'মন্তব্যঃ' ইত্যাদি বিধিশ্রুতির বিরোধ হইত। যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভ্যুদিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইহাই "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" শ্রুতির অর্থ। এইরূপ—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

—কেনঃ ১৷৬-৮

"যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কৃত মনের

বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্দ্ধে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইহার ব্রহ্মের বেদন বিষয়ত্বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবেদ্য বলা যায় না। এইরূপ "প্রবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ" ইত্যাদি স্থলেও "অবচনেন" কথার অর্থ—প্রাকৃত বচন বিলক্ষণ শ্রৌত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্টবান্—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইলে 'প্রোবাচ' এই বচন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মপ্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্মও শশশৃঙ্গাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্র-শ্রুত্যৈকবেদ্য পরব্রহ্ম ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীমদ্ মাধব মুকুন্দ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্র অবলম্বনে সিদ্ধান্ত আলোচিত হইল।

যে শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবেদ্য নিরঞ্জনম্।" "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং……" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন এবং মুনিগণও পরব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার, হস্ত-পদহীন এবং অশব্দ, অরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারাই ব্রজে গোপগৃহে, গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোল্লিখিত শ্লোকগুলি অনুশীলন করিলেই জানা যায়—

"গোপাস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চনেতি ॥"

—পাদ্ম

"কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধাশ্চ পুনঃ কাত্যায়নী ব্রতা।
শ্রুতিরূপতয়া কশ্চিৎ মুনিরূপতয়া পরাঃ ॥
শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি।
ভাবাল্লাস্ত বা দেবার কর্ম্ম পদানুপাদনম্ ॥"

উক্ত গোপিগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিত্যসিদ্ধা, কিছু

সাধনসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা, আর কিছু মুনিরূপা। তাঁহাদের যূথও অনেক। শতকোটী গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? সেই মুনি শ্রুতিগণ গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, লীলাশুক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—গোপ্য উচুঃ—

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা
নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্ ॥"

—ভাঃ ১০।২১।৭

"হে সখ্যঃ! যূয়মিহ গৃহ নিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলী কুরুধ্বে", গোপিগণ পরস্পর বলিতেছেন—হে সখি! আমরা এই গৃহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দুষ্প্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন ব্যর্থ নষ্ট করিতেছি? "তদিতো বনং দ্রুতমেব গত্বা সফলং জন্মানো ভবতেত্যাহুঃ।" শীঘ্রই বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর জীবনকে সফল করিতেছি না কেন? চক্ষুষ্মানগণের ইহাই পরম ফল। ইহা অপেক্ষা পরম ফল আমরা জানি না। তাহাই বলিতেছি—"চক্ষুষ্মতামিদমেব ফলং পরং বিদামঃ।" অর্থাৎ "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং নেত্রাদি" এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শন—ইহাই মুখ্য ফল।

"ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন সাযুজ্যাদি মোক্ষোঽপি পরমং ফলং ন।" শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সাযুজ্যাদি মোক্ষলাভও পরম ফল নহে। তাহা হইলে তাহা কি? বলিতেছেন—"আত্ম লাভান্ন পরং বিদ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।" আত্ম (ভগবান্ কৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? স্মৃতিও বলিতেছেন—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" যাঁহাকে [illegible] হইলে পর অন্য

বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্দ্ধে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইহার ব্রহ্মের বেদন বিষয়ত্বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবেদ্য বলা যায় না। এইরূপ "অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ" ইত্যাদি স্থলেও "অবচনেন" কথার অর্থ—প্রাকৃত বচন বিলক্ষণ শ্রৌত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্টবান্—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইলে 'প্রোবাচ' এই বচন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মপ্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্মও শশশৃঙ্গাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্র-শ্রুত্যোকবেদ্য পরব্রহ্ম ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীমদ্ মাধব মুকুন্দ বিরচিত পরপক্ষগিরিবজ্র অবলম্বনে সিদ্ধান্ত আলোচিত হইল।

যে শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবেদ্য নিরঞ্জনম্।" "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং……" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন এবং মুনিগণও পরব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার, হস্ত-পদহীন এবং অশব্দ, অরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারাই ব্রজে গোপগৃহে, গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোল্লিখিত শ্লোকগুলি অনুশীলন করিলেই জানা যায়—

"গোপাস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যাকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি॥"

—পাদ্ম

"কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধাশ্চ পুনঃ কাত্যায়নী ব্রতা।
শ্রুতিরূপতয়া কশ্চিৎ মুনিরূপতয়া পরাঃ॥
শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি।
ভাবাক্রান্ত বা দেবাস্তু কর্ম্ম পদানুপাদনম্॥"

উক্ত গোপিগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিত্যসিদ্ধা, কিছু

সাধনসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা, আর কিছু মুনিরূপা। তাঁহাদের যূথও অনেক। শতকোটী গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? সেই মুনি শ্রুতিগণ গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, শ্রীশুক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—গোপ্য উচুঃ—

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা
নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্॥"

—ভাঃ ১০।২১।৭

"হে সখ্যঃ! যূয়মিহ গৃহ নিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলী কুরুধ্বে", গোপিগণ পরস্পর বলিতেছেন—হে সখি! আমরা এই গৃহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দুষ্প্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন ব্যর্থ নষ্ট করিতেছি? "তদিতো বনং ক্ষিপ্রমেব গত্বা সফলং জন্মানো ভবত্বেত্যাহঃ।" শীঘ্রই বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর জীবনকে সফল করিতেছি না কেন? চক্ষুষ্মানগণের ইহাই পরম ফল। ইহা অপেক্ষা পরম ফল আমরা জানি না। তাহাই বলিতেছি—"চক্ষুষ্মতামিদমেব ফলং পরং বিদামঃ।" অর্থাৎ "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং নেত্রাদি" এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শন—ইহাই মুখ্য ফল।

"ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন সাযুজ্যাদি মোক্ষোঽপি পরমং ফলং ন।" শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সাযুজ্যাদি মোক্ষলাভও পরম ফল নহে। তাহা হইলে তাহা কি? বলিতেছেন—"আত্ম লাভান্ন পরং বিদ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।" আত্ম (ভগবান্ কৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? স্মৃতিও বলিতেছেন—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" যাঁহাকে (কৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইলে পর অন্য

বস্তুকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না। পরম ফল মোক্ষও পুরুষার্থ হইতে পারে না ? না, তাহা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে বলিতেছি—"বয়ম্ বিদামঃ" আমরা জানি। "বয়মপুনিষদরূপা অতো জানীম নাতোঽধিকং ফলমস্তি।" আমরাই উপনিষদরূপা, সুতরাং আমরাই এবিষয়ে ভালভাবে জানি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে অধিক পরম ফল আর নাই।

বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ফল ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষাদি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে তাহা নহে। তাহা হইলে সেইটি কি ? বলিতেছি—"ইন্দ্রিয়বতাং স্বিদমেব।" ইন্দ্রিয়বানগণের সার্থকতা ত' ব্রজরাজ নন্দের পুত্র, কৃষ্ণদর্শনই পরম ফল। ক্ষণকাল চিন্তা করুন তো, যখন "সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ" কৃষ্ণবলরাম সখা বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গোসমূহকে বনে লইয়া যাইতেছেন অথবা সন্ধ্যায় মধুর মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোধূলি ধূসরিতাঙ্গে সেই সমস্তকে লইয়া বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার কটাক্ষ দৃষ্টি, অধরপর মৃদুহাসি নৃত্য করিতেছে, বলুন তো তাঁহার সেই অঙ্গের মাধুর্য্যামৃত "নিপীতমনুরক্ত" অনুরক্তের সহিত পান করিল না, সেই নেত্রধারীর জীবন সার্থকতা কি হইবে ?

তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধআঘ্রাণ এই সবেই নেত্র ও ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম ফল।

"ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যসমরোত্তমৈঃ" ভাব এই যে, কোন মন্দভাগী ব্যক্তি আছে যে যাহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতাগণেরও উপাস্য কৃষ্ণের চরণকমলের দিব্যগন্ধ, দিব্য মধুর মৃদুহাসি, অলৌকিক রূপমাধুরী, অতিকমল সুশীতলাঙ্গ স্পর্শ আর মঙ্গলময়ী বংশীধ্বনি কানে শ্রবণাদি করিতে চাহে না, মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক আবৃত মানবের কি কথা ? মৃত্যুর ভয় হইতে

মুক্ত দেবতাগণ আর তাঁহাদের নায়ক ব্রহ্মাও কৃষ্ণের চরণ সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন।

ভগবানকে উপাসনা তিনিই করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রিয়বান্। ইন্দ্রিয়বানের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশে। যেরূপ ধনবান্ কে ? সহজ কথা—যে ধনের স্বামী। ইচ্ছানুসারে ধনকে খরচ করিতে পারেন তিনি ধনবান্, অন্যথা ধন থাকা সত্ত্বেও কেন তাহাকে ধনবান্ বলিবে ? যাহার ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে না, স্বজনের প্রয়োজনেও ব্যয় করে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের দাস, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বান বলাই ব্যর্থ। হাঁ, ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশে থাকে অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বয়ং স্বামী তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। তিনিই যথাযথ ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবদ্ভজন আদি সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। "বর্হায়িতে তে নয়নে নরানাং, লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরোক্ষতো যে।" নেত্রবান হইয়াও যে কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শন করেন না, তাঁহার নেত্র ময়ূরপুচ্ছে চিত্রস্বরূপ কোন সার্থকতা নাই।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমগন্ধমরসম্" অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ··· ।" "যথান্ধকারে নিয়তা স্থিতির্নাক্ষোঃ ভবেৎ।" সূর্য্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিহীন ঘোর অন্ধকারময় কোন একস্থানে সুন্দর নেত্র ও ইন্দ্রিয়বান পুরুষ ব্যক্তিকে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে নিজের নেত্রাদি কি সৎকার্য্য করিতে পারিবে ? তদ্রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, হীন এবং অস্থূল, অ-অণু, অদীর্ঘ, অহ্রস্বাদি রহিত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয় সার্থকতার কি সম্বন্ধ হইবে ? তজ্জন্য শ্রুতিগণ বলিতেছেন—"অন্য মতে অন্যৎ ফলং ভবতুনাম্ ন তু অস্মাকম্ মতে।" অন্য কাহারও মতে ইন্দ্রিয়গণের ফল অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু "ন তু অস্মাকম্ মতে" আমাদের মতে তাহা নহে। আমাদের মতে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য্য দর্শন,

গুণশ্রবণ, কীর্ত্তনাদিই ইন্দ্রিয়বানগণের পরম ফল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানি। ইন্দ্রিয়বতাং ফলমিদমেব।

"পরমিমমুপদেশমাদ্রিয়ধ্বং নিগমবনেষু নিতান্তঃখেদখিন্নাঃ।
বিচিনুত ভবনেষু বল্লবীনাম্ উপনিষদর্থমুলূখলে নিবদ্ধম্॥"

অরে ব্রহ্মকে অন্বেষণকারি! এদিকে শোন! বেদান্ত-বনে পরব্রহ্মকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি তাঁহাকে না পাইয়া দুঃখে অতিশয় কষ্ট পাইতেছ! এদিকে আইস, আমি তোমাকে পরম উপদেশ দিতেছি, তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শোন। গোপসুন্দরিগণের গৃহে অন্বেষণ কর। এই দেখ এখানে উপনিষদের পরম উদ্দেশ্য উলূ-খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। অন্বেষণকারী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"নিগমতরোঃ প্রতিশাখং মৃগিতং মিলিতং ন তৎপরং ব্রহ্ম।
মিলিতং মিলিতমিদানীং গোপবধূটীপটাঞ্চলে নদ্ধম্॥"

অহো! কত না পরিশ্রম করিয়াছিলাম, বেদান্তবৃক্ষের প্রত্যেক শাখায় শাখায় অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে ত' প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দেখ দেখ এখন প্রাপ্ত হইলাম, প্রাপ্ত হইলাম। এখানে গোপসুন্দরীর মধ্যে বিরাজমান হইয়া সেই পরম ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। কি বলিব? পরব্রহ্মকে অচিন্ত্য, অতর্ক্য, অনির্ব্বচনীয়রূপে আমার অনুভূতি হইয়াছিল। কেবল চিন্মাত্র, চিৎসরোবরে নিমগ্ন ছিলাম।

"শৃণু সখি! কৌতুকমেকং নন্দনিকেতাঙ্গনে ময়া দৃষ্টম্।
গোধূলিধূসরিতাঙ্গো নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ॥"

হে সখি! শোন, আমি এক কৌতুক দেখিলাম। নন্দমহা-রাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়াছিলাম, সেখানে তো দেখিলাম বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—পরম ব্রহ্ম নৃত্য করিতেছেন। হে সখি! আর কি বলিব বল তো, নৃত্যকারী সেই পরম ব্রহ্মের নবমেঘ-ন্যায় শ্যামল অঙ্গ

গোধূলিতে ধূসরিত। সেই রূপমাধুরীকে কিভাবে বর্ণন করিব বল? অর্থাৎ অবাঙ্মানস-অগোচর বাক্য-মনের ধারণাতীত।

"কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥"

কাহাকে বা বলি? বলিলেও আমার এই কথাকে কেবা বিশ্বাস করিবে? এই বিচিত্র অনুভূতিকে বিশ্বাসই বা কে করিবে? কিন্তু এই সত্য ত' সত্যই থাকিয়া যাইবে। অহো! আমি দেখিলাম রবিনন্দিনী শ্রীযমুনার পুলিনে এক নিকুঞ্জে এক গোপসুন্দরীর বিশুদ্ধ প্রেমামৃতে মত্ত হইয়াছেন। রসরাজ হইয়াও পরব্রহ্ম ক্রীড়ায় উন্মত্ত। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" শ্রুতি বলিতেছেন।

যে শ্রুতিগণ পূর্ব্বে পরব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, হস্ত-পদহীনরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যে মুনিগণ সেই শ্রুতিবর্ণিত পরব্রহ্মকে নিরাকার চিন্মাত্র বলিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই শ্রুতি-মুনিগণ পরে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কীর্ত্তিত-খ্যাত পরব্রহ্মের হস্ত-পদের অপূর্ব্বতা এবং রূপমাধুরীর অলৌকিকতা বর্ণনা করিতেছেন। ন্যায়ের বিধান আছে যে, পূর্ব্ব-পরবিধিয়ো-পরবিধির্বলবান অর্থাৎ পূর্ব্ব বলা অপেক্ষা পরে বলা শ্রেষ্ঠ ও সত্য।

অধিক কি! অদ্বৈতসম্প্রদায়াগ্রগণ্য অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধু-সূদন সরস্বতীপাদ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের অনুকূলে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী শ্রীমন্মধ্ব সাম্প্র-দায়িকগণ অদ্বৈতবাদ দণ্ডায়মান হইলে তিনিই সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর

অপ্রকটের পর তিনিই শঙ্করাচার্য্যের গদিতে আসীন হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পরে পরিণত বয়সের শেষে "ভক্তিরসায়ন" নামক অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থরচনা করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ অপেক্ষা ভক্তিকে প্রাধান্য প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, তজ্জন্য তিনি বিশুদ্ধা-দ্বৈতবাদ সম্প্রদায় হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

যাহা হউক তিনি 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থ রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম গ্রন্থ অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ, বর্ত্তমান সংস্কৃতশিক্ষা দর্শন বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া চলিয়া আসি-তেছে। তিনি অতি নিপুণতা সহকারে ভক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রন্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা করিয়া অন্তরের কথা, শ্রেষ্ঠসাধনের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি॥
বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

যদি যোগিজন ধ্যানের অভ্যাসবশে মনের দ্বারা সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের পরম জ্যোতির দর্শন করেন তো তিনি করিতে থাকুন। কিন্তু আমার নয়নে সেই একমাত্র শ্যামময় প্রকাশই চিরন্তন কাল পর্য্যন্ত চমৎকার উৎপন্ন করিতে থাকুক। যিনি শ্রীযমুনার উভয় কূলে বিচরণ করেন, যাঁহার হস্ত-দ্বয়ে বংশী বিভূষিত, অঙ্গকান্তি নবমেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম, অঙ্গে

পীতাম্বর সুশোভিত, পক্কবিম্বফলের ন্যায় সুন্দর রক্তিম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নেত্রযুগল অতিমনোহর, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আমি আর কিছু জানি না। তাই পুনঃ বলিতেছি—

"অদ্বৈত বীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বারাজ্যসিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

অদ্বৈতমার্গে বিচরণকারী পথিক (সাধক) যাঁহাকে নিজের উপাস্য গুরুদেব মানিত এবং আত্মারাজ্যে সিংহাসনের উপর যাঁহার অভিষেক হইয়াছিল, ঐরূপ আমাকে গোপাঙ্গনাগণের প্রেমপ্রদানকারী কোন ছলকারী ছলনাপূর্ব্বক নিজের দাসী করিয়া নিলেন। অর্থাৎ নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমার্গের ব্রহ্ম উপাসক ছিলাম, কৃষ্ণ আমাকে অলৌকিক রূপ-গুণাদি প্রদর্শন করতঃ ভক্তিমার্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিযুক্ত করিলেন।

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন —হে রাজর্ষে! আমি জন্মাবধি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ছিলাম অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥"

—ভাঃ ২।১।৯

শ্রীসূতগোস্বামীও ঋষিগণকে বলিতেছেন যে—ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি নির্ম্মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম ভগবান্ শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতা-দৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অলৌকিক রূপ-গুণ মাধুর্য্য দ্বারা নিষ্কাম, নির্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণকেও লীলায় আকর্ষণ করিয়া আনেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্র কেন নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বলেন, তাহা কেবল প্রাকৃত রূপ-গুণকেই নিষেধ করার জন্য। যথা—

> "নীরূপং নির্গুণং বাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরম্।
> বদন্ত্যুপনিষৎ সংঘা ইদমেব মমানঘ ॥"
>
> "প্রকৃত্যুত্থগুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বরম্
> অসিদ্ধত্বান্মদ্গুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি।
> অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুষা
> অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বরাঃ ॥"
>
> "যোঽসৌ নির্গুণং ইত্যুক্তো শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
> প্রাকৃতৈর্হেয় সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥"

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদোমাংসাস্থি সম্ভব......সর্ব্বাত্মা নিত্য-বিগ্রহঃ। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিত।"—পদ্মপুরাণ। "চক্ষুষ্মতা-মিদমেব ফলং পরম্ বিদামঃ।" চক্ষুষ্মানগণের ইহাই পরম ফল, আমরা জানি। অর্থাৎ কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শনই চক্ষুর পরম ফল। আমরা শ্রুতি, তাই বলিতেছি।

উপসংহার—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইন্দ্রিয়সমূহ বাক্যের সহিত মন পরব্রহ্মকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং মন ও ইন্দ্রিয়ে দর্শন করেন তো তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে কে এবং বাস্তবে তো তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। যাঁহাকে স্বয়ং স্বীকার (বরণ) করেন, যে সাধক আমাকে দর্শনে অধিকারী, তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপে তাঁহার প্রতি অভিব্যক্ত করেন। "যমে-বৈষ বৃণুতে তেন, লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।" "তস্যৈব আত্মাবিদ্যাচ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে

প্রকাশয়তি।" শঙ্করভাষ্য—পরমাত্মা তাঁহার প্রতি স্বীয় অবিদ্যাচ্ছন্ন পরম স্বরূপকে প্রকাশিত করেন। অনুভূতি আবরণের বিনাশপ্রাপ্তির পরিসমাপ্ত ত' কেবল ভগবদনুগ্রহ হইতেই সম্ভব। যাঁহা উপনিষদের পরিসমাপ্ত, তাঁহা হইতে ভগবদনুগ্রহের প্রতীক্ষা উপাসনার প্রারম্ভ। অনুগ্রহের প্রতীক্ষারূপ ভক্তি-উপাসনা ভগবানের অত্যন্ত সমীপে লইয়া যায়।

বেদত্রয়ী কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড বা উপাসনাকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড ভগবৎ কর্ম্মার্পণ দ্বারা কর্ম্মের মল নিবৃত্তি হইলে পর একাগ্রতা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড-উপনিষদ এর বিধান। উপনিষৎ চিত্ত বিক্ষেপ চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিবিধতা, অনেকতা হইতে পারে না সেখানে চঞ্চলতা কিসের জন্য? স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠা একত্ব হইলে ভাবের উদ্রেক হয়, ভাব উদ্রেক লাভ হইলে প্রত্যেক সাধক নিজের সাধনে পূর্ণ নিষ্ঠার আধারস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদের লক্ষ্য নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, অভেদ প্রাপ্তি, তাহাকেই সাযুজ্যও বলা যায়। এই পর্য্যন্তই উপনিষদ্ নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, তজ্জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধন করিতে হয়। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা প্রাপ্তি ফল অসুরগণ বিদ্বেষ করিয়াই অনায়াসে তাহা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অভেদ তজ্জন্য ভগবৎসেবাবিমুখ অভক্ত। ভগবদ্ভক্তগণ অভেদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, নিত্যসান্নিধ্য প্রেমসেবাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ভাগবতীয় জ্ঞান সেই উপনিষদের জ্ঞান সমাপ্তির পর হইতে আরম্ভ হয়।

> "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
> স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
> প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩

"সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥"